Topic No. 01

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

Page No. 01-05

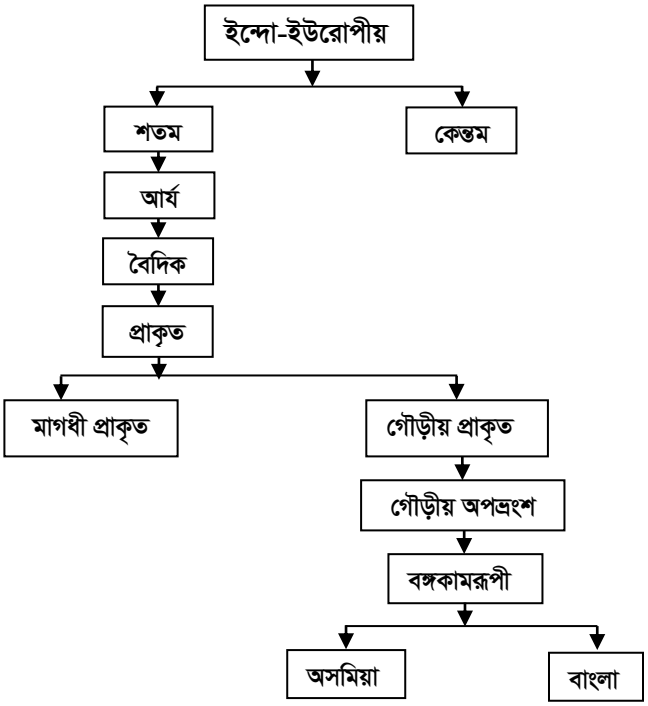

▶ইন্দো-ইউরোপীয়→ইউরোপীয়→ইন্দো-ইরানীয়→ভারতীয় আর্য→ প্রাকৃত→বাংলা

১. নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক হলো ভাষা।

২. বাংলা ভাষা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

৩. ভাষা হলো ধ্বনির সমষ্টি।

৪. ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার শাখা দুইটি- শতম এবং কেন্তম। এই শতম থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি।

৫. আর্যরা কথা বলতো প্রাচীন বৈদিক ভাষায়।

৬. ভারতীয় আর্যভাষার দুইটি স্তর ছিলো। প্রথম স্তর বৈদিক এবং দ্বিতীয় স্তর সংস্কৃত।

৭. সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার নিকট আত্মীয় বলা যায়।

৮. বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় অহমিয়া ও ওড়িয়া।

৯. বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী-মনিপুরি, সাঁওতাল, গারো।

১০. 'প্রাকৃত' শব্দটি এসেছে প্রকৃতি থেকে যার অর্থ স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাই প্রাকৃত ভাষা।

১১. প্রাকৃত ভাষা থেকে সৃষ্টি হয় দুটি ভাষা। একটি পালি অন্যটি অপভ্রংশ।

১২. ***'Lingua Franca'*** নামে পরিচিত- শৌরসেনী ভাষা।

১৩. অসমিয়া ভাষাকে বাংলা ভাষার ***'Sister language'*** বলা হয়।

১৪. বাংলার আদি অধিবাসীরা কথা বলতেন মূলত অস্ট্রিক ভাষায়।

১৫. সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে।

১৬. বাংলা সনের প্রবর্তক সম্রাট আকবর (বাংলা সনের প্রবর্তক সম্রাট আকবর হলেও তাঁর নির্দেশে প্রথম বাংলা পঞ্জিকা তৈরি করেন পণ্ডিত ফতেহউল্লাহ্ সিরাজী, যার পঞ্জিকাটির নাম ছিল 'তারিখ-ই-ইলাহী')।

১৭. বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে।

১৮. বাংলাদেশ ছাড়াও সিয়েরালিওনের দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা।

১৯. বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সর্বজনীন ভাষা বাংলা।

OPTIC

বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. **ভাষা কি?** [BSc.N: 22-23]
ক) কণ্ঠের উচ্চারণ খ) উচ্চারণের প্রতীক
গ) ভাব-সম্প্রসারণ ঘ) ধ্বনির সমষ্টি **উ:ঘ**

২. **শিশুর প্রমিত রীতি শেখার মাধ্যম কোনটি?** [Dip.N: 22-23]
ক) মায়ের মুখের ভাষা খ) বিভিন্ন ভাষার বই
গ) বিভিন্ন উপভাষা ঘ) পাঠ্যপুস্তক **উ:ক**

৩. **বাংলা সনের প্রবর্তক কে?** [Dip.N: 22-23, RU: U(F) 14-15]
ক) বাংলা একডেমি খ) সম্রাট আকবর
গ) শায়েস্তা খান ঘ) সম্রাট শাহজাহান **উ:খ**

৪. **বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন অঞ্চলের মানুষের সর্বজনীন ভাষা বাংলা?** [BSc.N: 22-23]
ক) উত্তর প্রদেশ খ) গুজরাট গ) পশ্চিম-বঙ্গ ঘ) আসাম **উ:গ**

৫. **বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয় কোনটি?** [BSc.N: 22-23]
ক) মনিপুরি খ) সাঁওতাল গ) গারো ঘ) রোহিঙ্গা **উ:ঘ**

৬. **কোন ভাষা থেকে বাংলার জন্ম?** [Dip.N:21-22]
ক) পালি খ) সংস্কৃত
গ) প্রাকৃত ঘ) অহমিয়া **উ:গ**

৭. **বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি?** [BSc. N:- 16-17]
ক) কানাডি ভাষা খ) বৈদিক ভাষা
গ) হিন্দি ভাষা ঘ) প্রাকৃত ভাষা **উ:ঘ**

৮. **কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম?** [CU: U(D set1) 21-22, RU: 12-13, স্বাস্থ্য ও জনসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-২০১২]
ক) পালি খ) সংস্কৃত গ) উড়িয়া ঘ) বঙ্গকামরূপী **উ:ঘ**

৯. **'বঙ্গ-কামরূপী' থেকে সৃষ্ট একটি ভাষা বাংলা, অপর ভাষা কোনটি?** [JU: U(F) 20-21, DU: U (D) 12-13]
ক) অসমিয়া খ) উড়িয়া গ) হিন্দি ঘ) ব্রজবুলি **উ:ক**

১০. **'পাহ্নবী' কী?** [JU: U(F) 19-20]
ক) পাতার সমার্থক শব্দ খ) ছোট গল্প গ) মধ্য-পারসিক ভাষা ঘ) গীতিকা **উ:গ**

১১. **নিচের কোনটি সহোদর ভাষাগোষ্ঠী?** [KHU: U(B) 19-20]
ক) বাংলা ও উর্দু খ) বাংলা ও অসমিয়া গ) বাংলা ও হিন্দি ঘ) বাংলা ও সংস্কৃত **উ:খ**

১২. **বাংলা ও মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম কী?** [BSMRSTU: U(E) 19-20, JNU: 11-12]
ক) মাগধী খ) মিথিলা গ) ব্রজবুলি ঘ) অসমিয়া **উ:গ**

১৩. **'প্রাকৃত' শব্দটির অর্থ-** [BSMRSTU: U(E) 19-20]
ক) প্রকৃত খ) যথার্থ গ) যা করা হয়েছে ঘ) স্বাভাবিক **উ:ঘ**

১৪. **নিচের কোন প্রাচীন গ্রন্থে 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' উভয় কথার উল্লেখ আছে?** [JU: U(F) 18-19]
ক) মৎস্যপুরাণ খ) ঋগ্বেদ গ) তারিখ-ই-ফিরোজ শাহি ঘ) মহাভারত **উ:খ**

১৫. **'ব্রজভাষা'র 'ব্রজ' অর্থ কী?** [IU: 18-19]
ক) কাশী খ) কৈলাশ গ) মথুরা ঘ) বৃন্দাবন **উ:গ**

বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে কয়েকটি মতামত

বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল: বাংলা ভাষার আদিকালের স্থিতিকাল সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে: খ্রিষ্টীয় দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী (চতুর্দশ না থাকলে দ্বাদশ)। **(৯৫০ খ্রি:-১৪০০ খ্রি:)**
ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র মতে: খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। **(৬৫০ খ্রি:-১২০০ খ্রি:)**

ভাষাবিজ্ঞানীদের মতামত

- **স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের মতে,** বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে (তিনি ছিলেন আয়ারল্যান্ড এর অধিবাসী)।
- **ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে,** বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে মাগধী প্রাকৃত/মাগধী অপভ্রংশ থেকে।
- **ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন একজন ভাষাবিজ্ঞানী, পণ্ডিত ও গবেষক। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ। তার মতে:** বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে গৌড়ীয় প্রাকৃত/গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে। **বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।**
- **২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালে ১৮৮ টি দেশ একসাথে এ দিবসটি পালন করে।**

বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১৬. **ভারতবর্ষে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন অন্যতম সেরা-** [Dip.N:21-22]
ক) সাহিত্যিক খ) গণিত বিশারদ গ) পদার্থবিদ ঘ) ভাষাবিজ্ঞানী **উ:ঘ**

১৭. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মূলত কে ছিলেন?** [BSc. N:-19-20]
ক) ভাষাবিদ খ) সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা
গ) ইসলাম প্রচারক ঘ) সমাজ সংস্কারক **উ:ক**

১৮. **কে বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ও গবেষক ছিলেন?** [স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স-১৬]
ক) পাণিনি খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ) সুকুমার সেন **উ:গ**

১৯. **বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে-** [RU: U(C) 20-21, COU: 14-15, IU: 09-10]
ক) পালি হতে খ) মাগধী-প্রাকৃত হতে গ) হিন্দি হতে ঘ) সংস্কৃত হতে **উ:খ**

২০. **জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন হলেন একজন-** [DU: 07-08]
ক) রাজনীতিক খ) ভাষাবিজ্ঞানী
গ) বৈজ্ঞানিক ঘ) কবি **উ:খ**

২১. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র মতে কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম-**[RU: 09-10, DU:03-04]
ক) গৌড়ীয় প্রাকৃত খ) গৌড়ী সেন প্রাকৃত
গ) মাগধী প্রাকৃত ঘ) অপভ্রংশ **উ:ক**

বাংলা ভাষার অবস্থান

১. **পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লোক কথা বলে চীনের মান্দারিন ভাষায়। যথাক্রম:**
১.চীনা মান্দারিন ২. স্প্যানিশ ৩. ইংরেজি ৪. হিন্দি ৫.আরবি ৬.পর্তুগিজ **৭.** বাংলা

২. ভাষার দিক দিয়ে বাংলাকে পৃথিবীর **৫ম** হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়।

৩. জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর **৭ম** মাতৃভাষা।

৪. **দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির স্থান বিশ্বে প্রথম এবং বাংলার স্থান দশম।**

বাংলা ভাষারীতি

১. ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন হল ভাষা অর্থাৎ ভাব প্রকাশের উৎসই ভাষা। ভাষার মৌলিক উপাদান হলো শব্দ।

২. মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য বাক্ সংকেতের সংগঠনকে বা উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টিকে ভাষা বলে।

৩. স্থান, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে।

৪. বাংলা ভাষার দুইটি রীতি- মৌখিক বা কথ্য ও লৈখিক বা লেখ্য।

৫. মৌখিক রীতির আবার দুটো ভাগ- প্রমিত রীতি ও আঞ্চলিক কথ্য রীতি।

৬. লৈখিক রূপেরও আছে দুটো রীতি- সাধু রীতি ও চলিত রীতি।

৭. বাংলা ভাষার সাধুরীতিতে কেবল লেখ্যরূপ ব্যবহৃত হয় ।

৮. প্রমিত বাংলা ভাষা হলো এক ধরনের চলিত ভাষা।

৯. বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী।

১০. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম উপভাষা।

১১. ব্যাকরণ ও ভাষা এর মধ্যে আগে সৃষ্টি হয়েছে ভাষা।

১২. উপভাষা নিয়ে বা আঞ্চলিক ভাষার প্রথম গ্রন্থ লিখেন স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন। গ্রন্থটির নাম- লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া।

বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

২২. **আঞ্চলিক ভাষার আরেক নাম কী?** [Dip.N:14-15, BSc. N:- 14-15]
ক) কথ্য রীতি খ) লেখ্য রীতি
গ) স্বয়ংক্রিয় রীতি ঘ) পুর্ণ ভাষা **উ:ক**

২৩. **কিসের ভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন হয়?** [Dip.N:21-22]
ক) দেশ ও কালভেদে খ) কাল, পরিবেশ ও ব্যক্তিভেদে
গ) দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ঘ) দেশ, কাল ও ব্যক্তিভেদে **উ:গ**

২৪. **কথ্যভাষার রূপ কয় প্রকার?** [JU: U(C set B) 20-21]
ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ **উ:ক**

২৫. **মানুষের উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টিকে বলা হয়?** [RU: U(A) 18-19]
ক) বর্ণ খ) ভাষা
গ) শব্দ ঘ) বাক্য **উ:খ**

Optic

২৬. **মানুষের উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে বলা হয়?** [RU: U(A) 18-19]
ক) শব্দ খ) বর্ণ গ) কাল ঘ) ভাষা **উ:ঘ**

২৭. **বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি?** [RU: U(I) 17-18, IU: U(H1) 17-18]
ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪ **উ:খ**

২৮. **ভাষা শিক্ষার সফলতম পর্যায় কোনটি?** [CU: 17-18]
ক) শোনা খ) বলা গ) পড়া ঘ) লেখা **উ:ঘ**

২৯. **উপভাষা এর অন্য নাম কী?** [JKKNIU: U(D) 17-18, RU: U(C) 17-18]
ক) দেশীয় ভাষা খ) মূল ভাষা গ) আঞ্চলিক ভাষা ঘ) পরিভাষা **উ:গ**

৩০. **বাংলা ভাষার প্রধান দুটি রূপ কী কী?** [RU: 04-05, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক-২০১৬]
ক) কথ্য ও লেখ্য খ) কথ্য ও আঞ্চলিক
গ) আঞ্চলিক ও সর্বজনীন ঘ) লেখ্য ও আঞ্চলিক **উ:ক**

৩১. **কোন অঞ্চলের মৌলিক ভাষাকে ভিত্তি করে চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে?** [DU: 10-11]
ক) যশোর খ) ঢাকা গ) কলকাতা ঘ) বিহার **উ:গ**

সাধু ভাষা

১. **সাধুভাষা পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন- রামমোহন রায়।**

২. সাধুভাষাকে প্রথম প্রাঞ্জল করে তোলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এজন্য বিদ্যাসগারকে সাধু ভাষার জনক বলা হয়।

৩. বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে প্রচলন ছিল- সাধুরীতির।

৪. সাধু ভাষার প্রচলন স্তিমিত হয়- বিংশ শতাব্দীতে।

৫. সাধু রীতিতে অব্যয় পদের দীর্ঘরূপ ব্যবহৃত হয় না।

চলিত ভাষা

১. সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে চলিত ভাষা বলা হয়।

২. চলিত ভাষার আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয় প্রমিত ভাষা।

৩. ঊনিশ শতকের তৃতীয় দশকের ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে চলিত রীতির প্রথম ব্যবহার হয়। তারপর প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনায় এর ক্রমবিকাশ ঘটে।

৪. প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করে ১৯১৪ সালের দিকে এ গদ্যরীতির সাহিত্যিক স্বীকৃতি ও পূর্ণ বিকাশ লাভ করে।

৫. প্রমথ চৌধুরীকে 'বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক' বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি বাংলা গদ্যে চলিত রীতির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেন।

সাধু ও চলিতরীতির পার্থক্য

১. সাধু ও চলিতরীতির মূল পার্থক্য সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদে।

২. সাধুরীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল। চলিত রীতি তদ্ভব শব্দবহুল।

৩. সাধুরীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট। চলিত রীতি এ নিয়ম মানে না।

৪. সাধুরীতি অপরিবর্তনীয় কিন্তু চলিতরীতি পরিবর্তনশীল।

৫. সাধুরীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় অনুপযোগী। চলিত রীতি নাটক, বক্তৃতা এবং আলোচনা- সংলাপের উপযোগী।

৬. সাধুরীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণাঙ্গরূপ ব্যবহৃত হয় এবং চলিত রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়।

৭. সাধুরীতি কৃত্রিম কিন্তু চলিতরীতি কৃত্রিমতা বর্জিত।

সাধু ও চলিত রীতি সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য:

১. সাধু ও চলিত রীতির সংমিশ্রণে বাক্য- গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট হয়।

২. সাধু ও চলিত রীতিতে অব্যয় পদ অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়।

বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

৩২. **তৎসম শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়?** [BSc. N:20-21, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন কারা অধিদপ্তরের ডিপ্লোমা নার্স-১৭, ২৯ তম বিসিএস]
ক) মিশ্র রীতি খ) সাধু রীতি গ) আঞ্চলিক রীতি ঘ) চলতি রীতি **উ:খ**

৩৩. **সাধু ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য কোন পদে বেশি?** [BSc. N:- 18-19, ১৬ তম, ১৫তম, ৩৯ তম বিসিএস, ১৪তম বিসিএস]
ক) বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদে খ) বিশেষণ ও অব্যয় পদ
গ) ক্রিয়া ও সর্বনাম পদ ঘ) বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে **উ:গ**

৩৪. **চলিত ভাষায় কোন ধরনের শব্দের প্রয়োগ বেশি?** [BSc. N:- 18-19]
ক) বিদেশি খ) তদ্ভব গ) তৎসম ঘ) দেশি **উ:খ**

৩৫. **সাধু ভাষার অপর নাম কী?** [BSc. N:- 14-15]
ক) লেখ্য রীতি খ) কথ্য রীতি
গ) গাম্ভীর্য ভাব ঘ) গুরুগম্ভীর ভাষা **উ:ক**

৩৬. **সাধুভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী?** [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স ২০১৯, ১৮বিসিএস]
ক) কবিতার পঙক্তিতে খ) গানের কলিতে
গ) গল্পের বর্ণনায় ঘ) নাটকের সংলাপে **উ:ঘ**

৩৭. **''তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হলাম'' এই বাক্যটি কোন ভাষারীতিতে লেখা?** [স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কমিউনিটি হেল্থ কেয়ার প্রোভাইডার২০১৮]
ক) সাধু খ) চলিত গ) আঞ্চলিক ঘ) কথ্য **উ:খ**

৩৮. **দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার নেই কোন রীতিতে?** [JU: U(C set B) 20-21]
ক) প্রমিত লেখ্য খ) প্রমিত কথ্য গ) সাধু ভাষা ঘ) সমাজভাষা **উ:গ**

৩৯. **সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় কোন পদে?** [KHU: U(B) 19-20]
ক) সর্বনাম খ) ক্রিয়া গ) সম্বোধন পদ ঘ) অব্যয় **উ:ঘ**

৪০. **চলিত ভাষার প্রবর্তক?** [KHU: U(B) 19-20]
ক) শামসুর রাহমান খ) রামমোহন রায় গ) প্রমথ চৌধুরী ঘ) হুমায়ুন আহমেদ **উ:গ**

৪১. **নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য কোন ভাষা উপযোগী?** [RU: 09-010, ১৩ তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৬]
ক) সাধু খ) কথ্য গ) চলিত ঘ) আঞ্চলিক **উ:গ**

৪২. **সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণে বাক্য কোন দোষে দুষ্ট হয়?** [DU: 06-07, 10-11, জীবন বীমা কর্পোরেশনের জুনিয়র অফিসার-১৯]
ক) উপমা দোষ খ) উৎপ্রেক্ষা দোষ
গ) গুরুচণ্ডালী দোষ ঘ) বাহুল্য **উ:গ**

OPTIC

৪৩. **সাধু ও চলিত রূপের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করেন কে?** [JU: 11-12]
ক) উইলিয়াম কেরি খ) রাজা রামমোহন রায়
গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ) প্রমথ চৌধুরী **উ:ঘ**

৪৪. **সাধু ভাষায় কোন শব্দের প্রাধান্য বেশি?** [RU: 14-15]
ক) দেশি খ) বিদেশি
গ) তৎসম ঘ) তদ্ভব **উ:গ**

সাধু ও চলিত ভাষার উদাহরণ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
মস্তক	মাথা	শুষ্ক/শুকনা	শুকনো	যদ্যপি	যদিও	তথাপি	তবু
পার হইয়া	পেরিয়ে	যাইয়া	গিয়ে	ব্যতিরেকে	বিনা	চলিতেছে	চলছে
চকিত হইয়া	চমকে	ব্যাপ্ত হইলে	ছড়ালে	দিতেছে	দিচ্ছে	যাইতেছিল	যাচ্ছিল

বিগত বছরের নার্সিং এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

৪৫. **নিচের কোনটি সাধুরীতির ক্রিয়া পদ?** [Dip.N:21-22]
ক) চলছে খ) চলিতেছে গ) চলমান ঘ) চলবে **উ:খ**

৪৬. **কোনটি চলিত রীতির শব্দ নয়?** [BSc. N:- 18-19]
ক) চোখ খ) রোগ গ) যুদ্ধ ঘ) সেথা **উ:ঘ**

৪৭. **"তিনি হাঁটিতে হাঁটিতে ভাবিতে ছিলেন, শুধুমাত্র মনীষী বাক্যেই তো জীবন্মৃত যুবসমাজের কল্যাণ বহিয়া আনিতে যথেষ্ট নহে।" চলিত রীতিতে লেখা বাক্যটিতে মোট ভুলের সংখ্যা-** [JNU: U(D) 15-16]
ক) পাঁচ খ) ছয় গ) সাত ঘ) আট **উ:গ**

৪৮. **'দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ ও কলহপ্রিয়া পক্ষের মধ্যস্থ করিতে হলে নিরপেক্ষ হওয়া শ্রেয়ো। চলিত রীতির বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা** [DU: U(B) 13-14]
ক) চার খ) পাঁচ গ) ছয় ঘ) সাত **উ:ঘ**

৪৯. **'উপর' এবং 'ওপর' শব্দের পার্থক্য-** [BU: 13-14]
ক) অর্থগত খ) ভাষারীতির গ) কোনো পার্থক্য নেই ঘ) ধ্বনিগত ও অর্থগত **উ:খ**

৫০. **'পৈত্রিক সম্পত্তির লোভে যে জৈষ্ঠ্য ভ্রাতাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না তাহাকে নরাধম বলা কী অন্যায়?' চলিত বাংলায় লেখা বাক্যটিতে কয়টি ভুল রয়েছে** [JNU: U(D) 13-14]
ক) ৫ খ) ৬ গ) ৭ ঘ) ৮ **উ:ঘ**

বাংলা লিপি

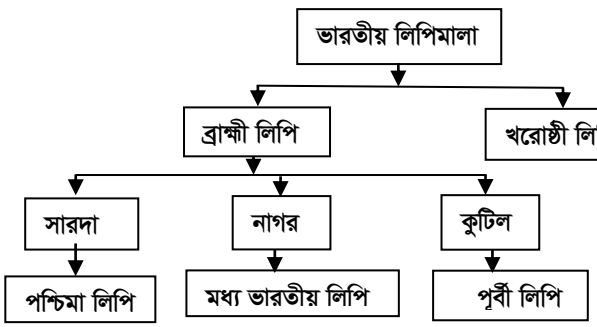

বাংলা লিপির উৎপত্তি

১. ব্রাহ্মী লিপিগুলোর অবস্থান।
ক. সারদা (কাশ্মির ও পাঞ্জাব)।
খ. নাগর (রাজস্থান ও মালব, গুজরাট ও মধ্য প্রদেশ)।
গ. কুটিল (ভারতের পূর্বাঞ্চল)।

২. লিপি শব্দের অর্থ লেখা। কোনো ভাষা লিখিত আকারে প্রকাশের জন্য যেসকল চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তার সমষ্টিগত নাম হলো লিপি।

৩. এ লিপিমালাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত প্রধান দুটি রূপ- ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী।

৪. **ব্রাহ্মী লিপি ভারতের মৌলিক লিপি।**

৫. **ব্রাহ্মী লিপিতে বাম হতে ডানদিকে লেখা হয়।**

৬. **ব্রাহ্মী লিপির কুটিল রূপ থেকে বাংলা লিপির জন্ম।**

৭. **তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মী লিপি ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।**

৮. সকল ভারতীয় লিপিই ব্রাহ্মী লিপি থেকে জন্মলাভ করেছে।

৯. **খরোষ্ঠী লিপি ডান থেকে বাম দিকে লেখা হয়। বর্তমান উর্দু, আরবি লিপি খরোষ্ঠী লিপির পরিচয় বহন করে।**

১০. চীনা ভাষার নিজস্ব কোন লিপি নেই।

১১. পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশের একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা বাংলা।

বাংলা বর্ণমালা ও ছাপাখানা

- **বাংলা বর্ণমালা গঠনের কাজ শুরু হয় পালযুগে। সেন যুগে অনেকটা পরিণত হয় এবং পাঠান যুগে তা স্থায়ী হয়।**
- **মুদ্রণযন্ত্রে বাংলা হরফের প্রথম নজির 'আলফাবেতুম বেনগালিকুম' লিসবন থেকে ছাপা হয়।**
- **বাংলা বর্ণমালা স্থায়ীরূপ লাভ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে।**
- উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে গোয়ায় (পর্তুগিজ ভাষায় মুদ্রণযন্ত্র)।
- ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কের শাসনাধীন শ্রীরামপুর মিশনে উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জোশুয়া মার্শম্যানের সহায়তায় উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। তাঁর দ্বারাই বাংলা বর্ণমালা স্থায়ীরূপ লাভ করে।
- বাংলা লিপির জনক বা নকশাকারক- চার্লস উইলকিন্স।
- বাংলা লিপির খোদাইকার পঞ্চানন কর্মকার। তিনি বাংলা লিপিকে ছাপাখানার মুদ্রণযোগ্য করে তৈরি করেন।

OPTIC

▶ বাংলা লিপি প্রথম ব্যবহৃত হয় এন.বি.হেলহেড-এর 'A Grammar Of The Bengal Language' গ্রন্থে। এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে।

▶ **বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রংপুরে 'বার্তাবহ' নামে এবং 'রংপুর বার্তাবহ' নামে প্রথম সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়।**

▶ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাপাখানা 'বাংলা প্রেস' (১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত)। এখান থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ- দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ'(১৮৬০খ্রিষ্টাব্দ)।

বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

৫১. **বাংলা মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হয় কোন সালে?** [Dip.N:17-18, BU: 08-09]
ক ১৯০০ সালে খ ১৮০০ সালে গ ১৯৫২ সালে ঘ ১৯৭১ সালে **উ:খ**

৫২. **আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতির আবিষ্কারকের নাম কী?** [DU: 16-17]
ক অটমার মারগানথেলার খ চার্লস উইলকিনস
গ উইলিয়াম কেরী ঘ জোহানেস গুটেনবাগ **উ:খ**

৫৩. **কোন বাঙালি সর্বপ্রথম মুদ্রণের জন্য বাংলা হরফ তৈরি করেন?** [CU: U(B1) 13-14, 15-16]
ক পঞ্চানন কর্মকার খ পাঞ্চজন্য কর্মকার গ পঞ্চানন দে ঘ পঞ্চানন সা **উ:ক**

৫৪. **মুদ্রণযন্ত্রে বাংলা হরফের প্রথম নজির 'আলফাবেতুম বেনগালিকুম' কোথায় ছাপা হয়?** [JU: 12-13]
ক আমস্টারডাম খ লিসবন গ প্যারিস ঘ লন্ডন **উ:খ**

৫৫. **বাংলা মুদ্রণযন্ত্র প্রথম কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?** [CU: 12-13]
ক চন্দননগরে খ ঢাকায় গ কলকাতায় ঘ হুগলীতে **উ:ঘ**

৫৬. **বাংলা গদ্যরূপ কখন বিকাশ লাভ করে?** [KHU: 11-12]
ক প্রাচীন যুগ খ মধ্যযুগ গ ইংরেজ আগমনের পর ঘ স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে **উ:গ**

Topic No. 02

বাংলা ব্যাকরণ

Page No. 05-08

ব্যাকরণ একটি তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ। তবে কী জাতীয় বা কোন ধরনের শব্দ বললে পারিভাষিক শব্দ। কারণ ইংরেজি 'Grammar' শব্দের বাংলা পরিভাষা ব্যাকরণ। ব্যাকরণ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা(ভাষার)। তবে এর ব্যবহারিক অর্থ ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি আলোচনা এবং ব্যাখ্যা করা। ব্যাকরণ শব্দের সঠিক অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

- ব্যাকরণ শব্দটির বিশ্লেষণ: বি + আ + √কৃ + অন
- ব্যাকরণ শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ: বি + আকরণ(তৎসম স্বরসন্ধি)।
- ব্যাকরণ শব্দটিতে অক্ষর আছে: ব্যা + ক + রন = ৩টি।
- ব্যাকরণিক চিহ্ন চারটি: ⇨ > ⇨ < ⇨ = ⇨ √
- গ্রিক ভাষায় Grammar শব্দটির অর্থ- শব্দশাস্ত্র।
- ব্যাকরণের মূল ভিত্তি ভাষা।

OPTIC

◆ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন।
ক. বর্ণনামূলক ব্যাকরণ খ. ঐতিহাসিক ব্যাকরণ গ. তুলনামূলক ব্যাকরণ ঘ. দার্শনিক বিচারমূলক ব্যাকরণ

ব্যাকরণের কাজ

ব্যাকরণের কাজ ভাষার অভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। তবে ব্যাকরণের প্রধান কাজ ***ভাষার বিশ্লেষণ***। ব্যাকরণ ভাষার বিশ্লেষণ, ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সাধন ও ভাষাকে বর্ণনা করে থাকে। ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যাকরণকে ভাষার সংবিধান বলা হয়। ব্যাকরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাষার ইতিহাস বর্ণনা করা।

ব্যাকরণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য:

১. 'ব্যাকরণ' শব্দটিসহ ব্যাকরণে আর যত বিষয় বা অধ্যায় এর নাম রয়েছে তার সবগুলোই সংস্কৃত ভাষার শব্দ বা পারিভাষিক শব্দ। যেমন: সন্ধি, সমাস, বচন, কারক, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, বাক্য, বাচ্য, উক্তি।
২. 'ব্যাকরণ' শব্দটিসহ ব্যাকরণের সকল অধ্যায় বা বিষয় এর নাম কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ।
৩. 'ব্যাকরণ' শব্দটিসহ ব্যাকরণের সকল বিষয়ের নাম বিশেষ্য পদ। এমনকি বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া, প্রত্যেকটির নাম বিশেষ্য পদ।
৫. ব্যাকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো ভাষার ইতিহাস বর্ণনা করা।

অনুসরণ ও নিয়ন্ত্রণ:

- **ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে না, ভাষাই ব্যাকরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।**
- **ভাষা ব্যাকরণকে অনুসরণ করে না, ব্যাকরণই ভাষাকে অনুসরণ করে।**
- **ব্যাকরণ ভাষাকে শাসন করে না, নির্দেশদানও করে না।**

ভাষা স্বাধীনভাবে চলে, ব্যাকরণই ভাষার অনুগামী হয়ে থাকে।

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস

☞ প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ কর্তৃক রচিত ব্যাকরণ

ব্যাকরণ চর্চার ইতিহাস: ব্যাকরণ চর্চার আদিভূমি গ্রিস। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডায়লগ'(Dialogue) এ ব্যাকরণের কিছু নিয়মকানুনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরিস্টটল তার 'পোয়েটিকস'(Poetics) গ্রন্থে ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে প্রাচীনতম পরিচিতি ব্যাকরণের হ্যান্ডবুকটি হলো 'আর্ট অব গ্রামার'। এটি গ্রিক পণ্ডিত ডায়নিসিয়াস থ্রাক্স কর্তৃক রচিত।

ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন- পাণিনি (সংস্কৃত ভাষায়)। তাকে ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ বলা হয়। তার ব্যাকরণের ধারাগুলো ছিল- ঐন্দ্র, চান্দ্র, শাকটায়নী, হেমচন্দ্রীয় প্রভৃতি। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে 'পাণিনি' সর্ব প্রথম 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। পতঞ্জলি 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণের ভাষ্য দেন।

☞ প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ

সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন -পর্তুগিজ পাদ্রি 'মনোএল দ্যা আস্‌সুম্পসাঁও' (পর্তুগিজ ভাষায়, ১৭৩৪ সালে)। ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রোমান অক্ষরে রচনা করেন ***'Vocabulario em idioma Bengalla, e portuguez'(Vocabolario em idioma Bengalla'e Portuguez dividido em duas partes)*** চল্লিশ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থ ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। এটি মূলত একটি অভিধান। বইটি প্রথম অংশে রূপতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ছিল কিন্তু ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। বইটির শেষ অংশে ছিল বাংলা টু পর্তুগিজ , পর্তুগিজ টু বাংলা ভাষার শব্দ। এটি প্রথম আবিষ্কার করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন, ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে।

☞ প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ

ইংরেজদের মধ্যে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। এন. বি. হ্যালহেড বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম *'A Grammar of the Bengal Language'*. ১৭৭৮ সালে কলকাতার হুগলীর শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা ভাষার প্রথম আদর্শ ব্যাকরণ। বাংলা টাইপ সহযোগে মুদ্রিত হওয়ায় হ্যালহেডের ব্যাকরণ গ্রন্থটিকেই বাংলা ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ গ্রন্থের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। হ্যালহেডকে বাংলা ব্যাকরণ রচনার পথিকৃৎ বলা হয়।

☞ বাঙালি কর্তৃক রচিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ

বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন রাজা রামমোহন রায় [গৌড়ীয় ব্যাকরণ]। ১৮২৬ সালে ইংরেজিতে **'Bengali Grammar in English language'** নামে একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। 'স্কুল বুক অব সোসাইটির' অনুরোধে ১৮৩৩ সালে তিনি গ্রন্থটিকে বাংলায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে ১৮৩৩ সালে সংস্কৃত কলেজ তাঁর গ্রন্থটিকে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে বাংলা ভাষায় পুনঃপ্রকাশ করে।

☞ বাংলা ভাষার ১ম অভিধান: বঙ্গভাষা অভিধান(১৮১৭)- রামচন্দ্র বিদ্যবাগীশ।
☞ প্রথম বাংলা থিসারাস বা সমার্থক শব্দের অভিধান: যথাশব্দ(১৯৭৫)- হাবিবুর রহমান।
☞ সংসদ সমার্থ শব্দকোষ-(১৯৮৭)- অশোক মুখোপাধ্যায়।
☞ বাংলা সাহিত্যের ১ম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য(১৮৯৬)- ড. দীনেশচন্দ্র সেন।
☞ প্রমিত ভাষার ব্যাকরণ: রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার।
☞ 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' রচনা করেন- ড. এনামুল হক('শব্দ মঞ্জরী' অভিধান-বিদ্যাসাগর)। ☞ কাজী আবদুল ওদুদ রচিত অভিধান 'ব্যবহারিক শব্দকোষ'(বঙ্গীয় শব্দকোষ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।
☞ বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান সংকলন করেন- রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

বাংলা ব্যাকরণের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	রচনার ভাষা
Vocabulario em idioma Bengalla`e portuguez	মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও	পর্তুগিজ
A Grammar of the Bengal Language	ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড	ইংরেজি ও বাংলা
A Grammar of the Bengali/Bengalee Language	উইলিয়াম কেরী	ইংরেজি
Bengali Grammar in English language	রাজা রামমোহন রায়	ইংরেজি
গৌড়ীয় ব্যাকরণ	রাজা রামমোহন রায়	বাংলা
ব্যাকরণ কৌমুদী	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	বাংলা
বাঙ্গালা ব্যাকরণ	ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শ্যামাচরণ	বাংলা

ব্যাকরণ মঞ্জরী	ড. মুহম্মদ এনামুল হক	বাংলা
The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	ইংরেজি
ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	বাংলা
বাংলা ভাষা পরিচয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলা

ব্যাকরণ এর আলোচ্য বিষয়

☞ **প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে (কিন্তু প্রত্যেক ভাষার মৌলিক রূপ ২ টি। ১. মৌখিক ২. লৈখিক) যেমন:**

১. ধ্বনি (Sound); **২. শব্দ** (Word); **৩. বাক্য** (Sentence); **৪. অর্থ** (Meaning)।

☞ **প্রত্যেক ভাষারই ব্যাকরণে প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয় আলোচনা করা হয়।**

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology); **২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব** (Morphology); **৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম** (Syntax); **৪. অর্থতত্ত্ব** (Semantics)।
এছাড়াও ছন্দ, অলংকার ও অভিধান তত্ত্ব (Lexicography) ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. **নিচের কোনটি ভাষার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে?** [Dip.Mid: 22-23]
ক) রূপতত্ত্ব খ) অর্থতত্ত্ব গ) ব্যাকরণ ঘ) বাক্যতত্ত্ব **উ:গ**

২. **কোন বাঙ্গালি প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন?** [Dip.Mid: 22-23]
ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ) ড: মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ) রাজা রামমোহন রায় **উ:ঘ**

৩. **ভাষার মূল উপাদান কয়টি?** [BSc. N:-19-20]
ক) ৩টি খ) ২টি গ) ১টি ঘ) ৪টি **উ:ঘ**

৪. **সব ভাষার ব্যাকরণে কয়টি মৌলিক অংশ থাকে?** [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা-১৮]
ক) ৫টি খ) ৬টি গ) ১০টি ঘ) ৪টি **উ:ঘ**

৫. **ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয়-** [CU: U(D set1) 21-22]
ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি **উ:গ**

৬. **নিচের কোনটি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় নয়?** [JU: U(B) 17-18, RU: U(B) 13-14]
ক) ভাষাতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব গ) ধ্বনিতত্ত্ব ঘ) বাক্যতত্ত্ব **উ:ক**

৭. **কোনটি ভাষার মৌলিক বিষয় নয়?** [JKKINU: U(B) 17-18]
ক) ধ্বনি খ) শব্দ গ) পদক্রম ঘ) অর্থ **উ:গ**

৮. **'Phonology' শব্দের অর্থ কী?** [BU: U(H) 16-17,JNU:U(D)10-11]
ক) বাক্যতত্ত্ব খ) ধ্বনিতত্ত্ব গ) রূপতত্ত্ব ঘ) অর্থতত্ত্ব **উ:খ**

৯. **'Semantics' শব্দের অর্থ কী?** [RU: U(F) 15-16]
ক) বাক্যতত্ত্ব খ) শব্দতত্ত্ব গ) অর্থতত্ত্ব ঘ) ধ্বনিতত্ত্ব **উ:গ**

১০. **কোনটি ভাষার মৌলিক অংশ নয়?** [RU: U(F) 15-16]
ক) ধ্বনি খ) শব্দ গ) বাক্য ঘ) শব্দার্থ **উ:ঘ**

১১. **নিচের কোনটি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় নয়?** [RU: U(B) 13-14]
ক) সাহিত্যতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব গ) ধ্বনিতত্ত্ব ঘ) বাক্যতত্ত্ব **উ:ক**

১২. **প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণে প্রধানত কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকে?** [RU:16-17, DU:15-16]
ক) ২টি খ) ৪টি গ) ৩টি ঘ) ৫টি **উ:খ**

OPTIC

১. ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়

ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি। বাক প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা একককে ধ্বনিমূল বলা হয়।

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়:-

⇨ ধ্বনির উচ্চারণপ্রণালী ⇨ উচ্চারণের স্থান ⇨ ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস ⇨ ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ⇨ ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ
⇨ অক্ষর ⇨ মাত্রা ⇨ সন্ধি বা ধ্বনির সংযোগ ⇨ বর্ণমালা ও লিপি ⇨ বানান, উচ্চারণ ও যুক্তবর্ণ

☞ ধ্বনিতত্ত্বে Glide শব্দটি শ্রুতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ☞ ভাষার অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা হলো- ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি।

বি. দ্র. প্রশ্নে ধ্বনি, বর্ণ বা অক্ষর উল্লেখ থাকলে তা ধ্বনিতত্ত্বের হবে।

২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়

শব্দ: এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়। ভাষার মৌলিক উপাদান শব্দ। শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ (Morpheme)। এ জন্য শব্দতত্ত্বের অপর নাম রূপতত্ত্ব।

☞ ভাষার প্রধান উপাদান- ধ্বনি। ☞ বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক- ধ্বনি। ☞ শব্দের উচ্চারিত একক- অক্ষর।

▶ **শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়:** ■ শব্দ ■ সমাস ■ বিভক্তি ■ ধাতু ■ প্রকৃতি-প্রত্যয় ■ উপসর্গ ■ অনুসর্গ
■ পদ-প্রকরণ ■ বচন ■ লিঙ্গ পরিবর্তন ■ বাংলা অনুজ্ঞা ■ দ্বিরুক্তি শব্দ ■ সংখ্যাবাচক শব্দ ■ ক্রিয়ার কাল
■ পদাশ্রিত নির্দেশক ■ পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ।

শব্দনির্মাণ ও পদনির্মাণ প্রক্রিয়া বিশেষ গুরত্ব পায় শব্দতত্ত্বে বা রূপতত্ত্বে।

৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রমের আলোচ্য বিষয়

ভাষার মূল উপকরণ বাক্য। বাক্যের একক হলো- শব্দ। ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই বাক্যতত্ত্ব।

▶ **আলোচ্য বিষয়সমূহঃ**

⇨ বাক্য প্রকরণ ⇨ বাক্য সংকোচন ⇨ পদের রূপ পরিবর্তন ⇨ উক্তি ⇨ বাচ্য ⇨ কারক ⇨ প্রবাদ-প্রবচন

⇨ যতিচিহ্ন ⇨ বাক্যের সঠিক গঠনপ্রণালি ⇨ বাক্যের মধ্যে শব্দ বা পদের স্থান বা ক্রম।

⇨ বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন এদের সার্থক ব্যবহার যোগ্যতা ইত্যাদি বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

৪. অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়

▶ **আলোচ্যসমূহঃ** ⇨ শব্দার্থ ⇨ শব্দের ব্যুৎপত্তি ⇨ শব্দের অর্থবিচার ⇨ বাক্যের অর্থ বিচার ⇨ বাগধারা ⇨ সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ

☞ অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ যেমন- মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ বা বিপরীত শব্দ ইত্যাদি অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

এক নজরেঃ

- ◆ **ভাষার মূল উপাদান = ধ্বনি**
- ◆ **বাক্যের মূল উপাদান= ধ্বনি**
- ◆ **শব্দের মূল উপাদান = ধ্বনি**
- ◆ **ভাষার ক্ষুদ্রতম একক= ধ্বনি**
- ◆ **শব্দের ক্ষুদ্রতম একক = ধ্বনি**
- ◆ **বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক = ধ্বনি**
- ▶ **ভাষার মৌলিক উপাদান = শব্দ ।**
- ▶ **বাক্যের মৌলিক উপদান = শব্দ**
- ▶ **শব্দের মৌলিক উপাদান হয় না।**
- ◆ **ভাষার একক/বৃহত্তম একক = বাক্য**
- ◆ **বাক্যের একক/বৃহত্তম একক = শব্দ**
- ◆ **শব্দের একক/ বৃহত্তম একক হয় না**
- ◆ **ভাষার মূল উপকরণ = বাক্য**
- ◆ **বাক্যের মূল উপকরণ = শব্দ**
- ◆ **শব্দের মূল উপকরণ = ধ্বনি**

বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১৩. **শব্দনির্বাণ ও পদনির্মাণ প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্ব পায় কোন তত্ত্বের?** [BSc.N: 22-23]
ⓚ বাক্যতত্ত্ব ⓚ রূপতত্ত্ব ⓖ ধ্বনিতত্ত্ব ⓖ অর্থতত্ত্ব **উ:খ**

১৪. **ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান কোনটি?** [Dip.Mid: 22-23]
ⓚ ধ্বনি ⓚ বাক্য
ⓖ অক্ষর ⓖ শব্দ **উ:ক**

১৫. **প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণে প্রধানত কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকে?** [RU:16-17, DU:15-16]
ⓚ ২টি ⓚ ৪টি
ⓖ ৩টি ⓖ ৫টি **উ:খ**

১৬. **ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয় কোনটি?** [NSTU: U(B) 17-18]
ⓚ বর্ণ ⓚ ষ-ত্ব বিধান ⓖ প্রত্যয় ⓖ সন্ধি **উ:গ**

১৭. **'শব্দের প্রকাশ', 'পদের পরিচয়', 'বচন'- ইত্যাদি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?** [JU: 17-18]
ⓚ রূপতত্ত্বে ⓚ ছন্দতত্ত্বে ⓖ ধ্বনিতত্ত্বে ⓖ বাক্যতত্ত্বে **উ:ক**

১৮. **'কারক' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?** [BSMRSTU: U(E) 17-18, KU: U(S) 16-17, ১৪তম বেসরকারি নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়)২০১৭,বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের উপজেলা উন্নয়ন কর্মকর্তা-২০১৩]
ⓚ বাক্যতত্ত্ব ⓚ অর্থতত্ত্ব ⓖ রূপতত্ত্ব ⓖ ধ্বনিতত্ত্ব **উ:ক**

OPTIC